بسم الله الرحمن الرحيم

জুমুআর খুতবা (১৯ অক্টোবর ২০১২)

সৈয়দনা হযরত আমীরুল মু'মিনীন খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)

বাংলা ডেস্ক নিজ দায়িত্বে খুতবার এই বঙ্গানুবাদ উপস্থাপন করছে।

সৈয়দনা হযরত আমীরুল মু'মিনীন খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.) কর্তৃক লন্ডনের বাইতুল ফুতুহ্ মসজিদে প্রদত্ত ১৯ অক্টোবর ২০১২-এর (১৯ তাবূক, ১৩৯১ হিজরী শামসি) জুমুআর খুতবা।

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم*

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ * الْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ * الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ * مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ * إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ * اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ * صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلا الضَّالِّينَ (آمين)

আজ আবারো আমি আপনাদের হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সম্মানিত সাহাবীদের বৈঠক বা অধিবেশনে নিয়ে যাব। আমি তাঁদের বর্ণিত বা তাদের সম্পর্কিত ঘটনা বা রেওয়ায়াত বর্ণনা করছি। এসব রেওয়ায়েত বা ঘটনা তাঁদের ঈমান এবং মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর বৈঠকের বিস্ময়কর চিত্র তুলে ধরে।

সৈয়দ হুসেইন আলী শাহ্ সাহেবের ছেলে হযরত বেলায়াত আলী শাহ্ সাহেব (রা.) বর্ণনা করেছেন, 'হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে দেখার সুযোগ আমার কমই হয়েছে। কারণ আমি এমন একটি চাকরী করতাম যাতে ছুটি-ছাটা খুব কমই দেয়া হত। আমি স্বপ্ন দেখে বয়আত করেছিলাম। মাতুপুরের হেডওয়ার্কসে আমি নিয়োগ প্রাপ্ত ছিলাম, যার পাশ দিয়ে হেড বারীর দোআব নদী প্রবাহিত হয়। স্বপ্নটি হল, সরকারী কোয়ার্টারের আঙ্গিনায় আমি ঘুমিয়ে ছিলাম। খুব সুন্দর ভঙ্গিতে চলনরত একদল আকর্ষণীয় মানুষ, সরকারী কোয়ার্টারের সামনে দিয়ে পায়ে হেঁটে আমার কোয়ার্টারের ছাদে উঠে যায়। তাদের সামনে ছিলেন সুদর্শন ও চমৎকার পোশাক পরিহিত একজন সম্মানিত মানুষ, যার মাথায় এমন উজ্জল মুকুট ছিল যে, সেদিকে তাকানো যাচ্ছিল না। (মিছিলের মত একটি দল যাচ্ছিল, তাদের নেতৃত্বে ছিলেন একজন সম্মানিত বুযুর্গ, তারা দেয়ালের উপর দিয়ে যাচ্ছিলেন)। সেখানে বিউগলের মাধ্যমে আযান দেয়া হয়, যার ধ্বনি অনেক দূর-দূরান্ত পর্যন্ত প্রতিধ্বনিত হয়। তারপর মনে হল, তারা নামায পড়ছেন। তারা সেই দেয়ালের উপর দিয়েই ফিরে যান। তিনি বলেন, তারা যখন আমার বিছানার পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন, তখন আমাকে সম্বোধন করে বললেন, ভাই! 'ভেতর থেকে পায়খানা বের করে দাও।' অর্থাৎ নিজের অবিত্রতা ও নোংরামী বের

করে দাও। আমি স্বপ্নের মধ্যেই বললাম, আচ্ছা! ঠিক আছে। তারা যখন বাহিরে চলে যায় তখন আমি তাদের পেছনের জনকে বললাম, 'এই বুযূর্গ কে'? তাদের একজন বললেন, 'আপনি জানেন না? ইনি হযরত মির্যা সাহেব।'

এরপর ফজরের সময় আমার বন্ধু মরহুম ডাঃ মুহাম্মদ ইসমাঈল খাঁন সাহেব আমার দরজায় কড়া নাড়লেন। আমি বাহিরে এলে তিনি বলেন, 'শাহ্ সাহেব! আপনি তো আহমদী হয়ে গেছেন। আমি বললাম, কীভাবে? তিনি বললেন, 'আজ রাতে আমি স্বপ্নে দেখি, আপনি চিকিৎসালয়ে এসে বসেছেন তারপর আমি ভেতরে গিয়ে আমার সিন্দুক খুলে খুব সুন্দর একটি গাউন বের করে আপনাকে পরিয়ে দেই। আপনার গায়ে সেটি খুব সুন্দর মানিয়েছে। তারপর আমি খুব সুন্দর সুন্দর বোতাম এনে সেই গাউনে লাগিয়ে দেই।

শুধু তিনিই স্বপ্ন দেখেন নি বরং তাঁর আহমদী বন্ধুকেও আল্লাহ্ তা'লা স্বপ্নে ইঙ্গিতে জানিয়ে দেন, তিনি আহমদীয়াতের প্রতি আকৃষ্ট বা আহমদী হয়ে যাবেন কেননা, তিনি সৎ প্রকৃতির ছিলেন।

যাহোক, তিনি লিখেন, কিছুদিন পর, আমি আমার শ্বশুরালয়ে অর্থাৎ মরহুম সৈয়দ আকবর শাহ্ সাহেবের বাড়ি যাই। তখন তার প্রতিবেশী মরহুম মির্যা গোলাম উল্লাহ্ সাহেব, আমার কাছে আসেন। সেদিন শুক্রবার ছিল, আমি তার সাথে মসজিদে আকসায় গেলাম। তিনি আমাকে মিম্বরের কাছে বসিয়ে দেন। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এলে তিনি হযরত আকদাস (আ.)-এর সমীপে আমার বয়আতের আবেদন জানান। হুযূর (আ.) পরম স্নেহের সঙ্গে আমার হাতটি নিজ হাতে তুলে নেন, আর অন্য বয়আতকারীরা আমার পিঠের উপর হাত রেখে বয়আত করেন।

হযরত এনায়েত উল্লাহ্ সাহেব (রা.) নিজের বয়আতের ঘটনা বর্ণনা করেছেন। তিনি লিখেন, 'আমি ১৯০১ সালে বয়আত করেছি। তখন আমার বয়স ছিল প্রায় ১৫ বছর। প্রথমবার যখন আমি কাদিয়ান যাই, সাথে করে এক শিশি আতর নিয়ে গিয়েছিলাম। পদব্রজে সফর করছিলাম। রাতে বাটালায় অবস্থান করি। যখন দেখলাম তখন শিশিটিতে এক ফোঁটা আতর ছাড়া পুরোটাই পড়ে গিয়েছিল। আমার খুব দুঃখ হল। মাগরিবের নামাযের সময় হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) যখন মসজিদে মোবারকের ছাদে এলেন, তখন আমি করর্মদন করলাম এবং হুযূরের পা টিপে দিতে শুরু করলাম। পরে বললাম, আমি এক শিশি আতর এনেছিলাম, কিন্তু রাস্তায় পড়ে গেছে। আমি হুযূর (আ.)-কে শিশিটি দিলাম। হুযূর (আ.) বললেন, 'তুমি পুরো শিশি'র পুণ্যই পেয়েছো।' হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) শিশিতে অবশিষ্ট এক ফোঁটা বা তারও কম যে আতর ছিল

তা-ই গ্রহণ করেন এবং বলেন, তোমার উপহার দেয়ার বাসনা ছিল, কাজেই তুমি পুরো শিশি'র সোয়াব-ই পেয়েছ। তিনি বলেন, নামাযের পরে বয়আত করি এবং দশ দিন অবস্থান করি।

তিনি আরো লিখেন, 'একবারকার কথা, কাদিয়ান থেকে ফেরার পথে বাটালা পৌঁছি। একজন জমিদার বা ভূস্বামীও আমার সাথে ছিলেন। রাতে বাটালা অবস্থান করি। তিনি জিজ্ঞেস করেন, আপনি কি হুযূর (আ.)-এর অনুমতি নিয়েছেন? আমি বললাম, না। অনুমতি না নিয়ে আসাতে আমার দুঃখ হল। রাতে স্বপ্নে দেখি, হুযূর (আ.) চৌকিতে বসে রুটি খাচ্ছেন এবং আমাকেও খেতে বলছেন। হুযূর (আ.) অর্ধেক রুটি খেলেন আর বাকী অর্ধেক আমি খেলাম। হুযূর (আ.) বললেন, যাও তোমাকে যাওয়ার অনুমতি দেয়া হল।' তিনি লিখেন, আমি নিরক্ষর ছিলাম আর তোতলামিও ছিল। হুযূর (আ.)-এর সুদৃষ্টি ও দোয়ার কল্যাণে এখন আমি পুরোপুরি সুস্থ্য।

শেখ আতাউল্লাহ্ সাহেব বর্ণনা করেন, গোল কামরার কাছে যেখানে বাবু ফখরুদ্দীন মুলতানীর দোকান ছিল সেখানে একদিন আমি দাঁড়িয়ে ছিলাম। এমন সময় হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) মসজিদে মুবারকের দরজায় এসে আমাকে ডেকে বললেন, মিয়া আতাউল্লাহ্! এ চিঠিটি বাক্সে ফেলে আস। এ কথা শুনে আমি খুব আনন্দিত হলাম, কেননা হুযূর (আ.) আমার নাম মনে রেখেছেন। প্রতিদিন মাগরিবের সময় হুযূর (আ.) সাধারণত এক গ্লাস ছাগলের কাঁচা দুধ পান করতেন। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর কাছে এক ব্যক্তি আবেদন করে বলল, হুযূর! কাঁচা দুধ পান করবেন না। এ কথা শুনে হুযূর (আ.) বললেন, অধিকাংশ নবী আলাইহিমুস সালাম কাঁচা দুধই পান করতেন। কিছুদিন পর আমার প্রচন্ড জ্বর হল, তাপমাত্রা খুব বেশি, যক্ষার চেয়েও কঠিন অসুখ হল। আমি তখন টেলিগ্রাফ অফিসে কর্মরত ছিলাম। আমি ছুটি নিয়ে কাদিয়ান চলে গেলাম। হযরত মৌলভী নূর উদ্দীন খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.)-এর বাড়িতে উঠলাম। কেননা জম্মুতে আমি তাঁর মাধ্যমেই ইসলাম গ্রহণের সৌভাগ্য লাভ করি। এই আধ্যাত্মিক সম্পর্ক ও আন্তরিকতার কারণে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.) আমার চিকিৎসা শুরু করেন। ভোরবেলা তিনি খিচুড়ী এবং একটি সিদ্ধ ডিম খাওয়ানোর পর আমাকে ঔষধ দিতেন। এসব জিনিস খেয়ে খেয়ে আমার মুখের রুচি একেবারেই নষ্ট হয়ে যায় কেননা, আমার এসব খাওয়ার অভ্যাস ছিল না। তিনি বলেন, একদিন সন্ধ্যায় আব্দুস সালাম সাহেবের শ্রদ্ধেয়া আম্মাজান {অর্থাৎ হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.)-এর স্ত্রী}-র কাছে নিবেদন করলাম, আমার মুখের রুচি নষ্ট গেছে, একটু ঝোল বা অন্য কোন নোন্‌তা খাবার খেলে রুচি ফিরে পেতাম। তিনি বললেন, মৌলভী সাহেব রাগ করবেন। তথাপি একটি কাপড় দিয়ে মরিচ ছেকে ও পরিষ্কার করে তিনি আমাকে (ঝোল) পান করান। অর্থাৎ তরকারীর সাধারণ ঝোল ছেকে পান করিয়েছেন। পরদিন সকালে হযরত খলীফাতুল মসীহ্

আউয়াল (রা.) আমার নাড়ী দেখে বললেন, রাতে তুমি কী খাবার খেয়েছ? (ডাক্তাররা এখন বিভিন্ন ধরনের পরীক্ষা-নিরীক্ষার পরও বুঝতে পারে না, অথচ হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.) নাড়ী দেখেই বললেন, রাতে তুমি কী খেয়েছ? নাড়ী খুব দ্রুত স্পন্দিত হচ্ছিল)। আমি বললাম, কিছুই না। তিনি (রা.) দরস শেষ করে তাড়াতাড়ি বাড়ি গিয়ে স্ত্রীকে জিজ্ঞেস করলেন, আতাউল্লাহ্ রাতে কী খেয়েছে? তিনি বললেন, খাবার খাওয়ার পর সে জোরাজুরি করে একটু ঝোল খেয়েছে, এতে তিনি তাঁর প্রতি এবং আমার প্রতি অসন্তুষ্ট হন। আর আমাকে বলেন, তুমি এতো বড় মিথ্যা কথা বলেছ! তিনি বলেন, যাহোক, হযরত মৌলভী সাহেব আমার মিথ্যা বলা ও নিষিদ্ধ খাবার খাওয়ার ঘটনা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর কাছে উল্লেখ করে বলেন, সে তার স্বাস্থ্য সম্পর্কে সচেতন নয়। সে যক্ষা রোগে আক্রান্ত অর্থাৎ টি.বি রোগে আক্রান্ত। অসুখের কারণে আমি খুবই দুর্বল হয়ে গিয়েছিলাম। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) ও এ কথা শুনে খুব অসন্তুষ্ট হন। তিনি বলেন, অবশেষে আমার দু'মাসের ছুটি ফুরিয়ে গেল। হযরত মৌলভী সাহেব আমার স্বাস্থ্যের ব্যাপারে খুবই চিন্তিত ছিলেন। সেবনের জন্য ঔষধ ইত্যাদি বানিয়ে আমার সাথে দিয়ে দিলেন, এবং বললেন, আমি দোয়াও করব। হুযূর (আ.)-এর সমীপে উপস্থিত হয়ে আবেদন করলাম, হুযূর! ছুটি শেষ তাই আজ আমি রাওয়ালপিন্ডি ফিরে যাচ্ছি। স্বাস্থ্য ভাল না, দোয়া করবেন। হুযূর (আ.) দোয়া করলেন এবং বললেন, নামাযে তুমি একান্ত বিনয়, নম্রতা ও আন্তরিকতার সাথে দোয়া করবে, কাদিয়ানে চিঠি পত্র লিখতে থাকবে এবং বারবার আসবে। এরপর বললেন, বর্জনীয় খাবার পরিত্যাগ করবে। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর স্মরণ ছিল, তার নিষিদ্ধ খাবার খাওয়ার অভ্যাস আছে, তাই তিনি বলেছেন, বর্জনীয় খাবার ছাড়তে হবে। আল্লাহ্‌র দরবারে দৃঢ় প্রতিজ্ঞা কর, আল্লাহ্ তা'লা পরম ক্ষমাশীল, নিশ্চয়ই তিনি তোমাকে আরোগ্য দান করবেন। তিনি বলেন, আমি রাত প্রায় দেড়টার সময় রাওয়ালপিন্ডি পৌছি। রাতে এ অধম অজানা ভাষায় একটি স্বপ্ন দেখে, যার কিছুই বোধগম্য হলো না। বিস্মিত হলাম, আল্লাহ্ তা'লার দরবারে লুটিয়ে পড়ে নিবেদন করলাম, হে খোদা! তোমার সত্তা সকল ভাষা সম্বন্ধে অবগত, তুমি আমাকে এ স্বপ্নের অর্থ বুঝিয়ে দাও। আল্লাহ্ তা'লা তাঁর বিশেষ অনুগ্রহবশে রাত আড়াইটার দিকে আমার মুখ থেকে যা নিসৃত করালেন তাহল, সুস্থ, সুস্থ, সুস্থ। শব্দের পুনরাবৃত্তি আমাকে জাগ্রত করল, অর্থাৎ তুমি সুস্থ হয়ে গেছ। তিনি বলেন, আজ অবধি প্রায় বিশ বছর হতে চলল, আর কখনো আমার মাথা ব্যাথাও হয় নি। এছাড়া সব বিষয়ে আল্লাহ্ তা'লার এমন কৃপা হয় যে, সন্তান জন্ম নেয়া শুরু করে। আগে তার সন্তান ছিল না। আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় এরপর তার তিন ছেলে ও চার মেয়ে সন্তান জন্ম নেয়।

আরেকজন সাহাবী হলেন হযরত মালেক নিয়ায সাহেব (রা.)-এর ছেলে হযরত মালেক বরকত উল্লাহ্ সাহেব (রা.)। তিনি বলেন, যদিও আমার পিতা মালেক বরকত আলী সাহেব ১৮৯৭ বা ৯৮ সাল থেকে আহমদী ছিলেন এবং আমিও তার অনুসরণে বাল্যকাল থেকেই আহমদী ছিলাম তথাপি ১৯০৪ সালে যখন আমার বয়স প্রায় চৌদ্দ বছর তখন আমি স্বয়ং হুযূর (আ.)-এর হাতে বয়আত করি। বয়আতের পর হুযূর (আ.) যে দোয়া করতেন তার ভাগী হওয়ার জন্য কেউ নতুন কেউ বয়আত করলে আমিও বয়আত করতাম। অনেক সময় বয়আতকারীদের সংখ্যা অনেক হতো। তারা নিজ নিজ পাগড়ী খুলে হুযূরের হাতে দিতেন এবং অন্য সবাই সেই পাগড়ী ধরত, আর এভাবে সবার বয়আত হয়ে যেত।

হযরত ডাক্তার উমর দ্বীন সাহেব (রা.) বর্ণনা করেন, আমি ১৮৭৯ সালের ২৮ জুলাই জন্ম গ্রহণ করি, ১৯০৫ সালের ৩০ জুন হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর হাতে বয়আত করি এবং ১৯২৮ সালের ২৩ জুলাই ওসীয়্যত করি। তিনি তাঁর ওসীয়্যত নম্বরও লিখেন, ২৮৯৮। তিনি বলেন, ১৯২৪ সালের অক্টোবর মাস থেকে দু'বছর পর্যন্ত আমি আহমদীয়া জামাত, নাইরোবীর প্রেসিডেন্ট ছিলাম এবং পরে জামাতের কার্যকরি পরিষদের সদস্য ছিলাম। আমি বিগত পনের বছর যাবৎ আহমদীয়া জামাত, নাইরোবীর হিসাবরক্ষক। ঘটনা বর্ণনার সময় বলেন, পনের বছর যাবৎ আমি জামাতের হিসাব রক্ষক আর আর তিন বছর যাবৎ সেক্রেটারী ওসীয়্যত ও যিয়াফতের দায়িত্বে আছি। ডাক্তার রহমত আলী সাহেব (রা.), সুফী নবী বখ্শ সাহেব একাউনটেন্ট এবং ডাক্তার বাশারত আহমদ সাহেব প্রমুখের যুগে, ১৯০০ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে আমি এ দেশে আসি। ডাক্তার রহমত আলী সাহেবের উন্নত চরিত্র, স্নেহ-মমতা এবং মানবতাবোধ দেখে অনেককে আমি আহমদীয়া জামাতে দীক্ষা নিতে দেখেছি। এখানেই প্রথমবারের মত আমি যুগের পথপ্রদর্শকের আগমন বার্তা শোনার সুযোগ পেয়েছি। (দেখুন একজন মানুষের উন্নত চরিত্র, স্নেহ-মমতা এবং মানবতা দেখে অনেকের দৃষ্টি তাঁর ব্যক্তিত্বের প্রতি আকৃষ্ট হয় আর জানতে চায়, এ ব্যক্তি কে আর তার ধর্ম কি? এরপর তারা আহমদী হয়ে যায়)। তিনি বলেন, আমি আমার নিয়তির সিদ্ধান্ত আল্লাহ্র হাতে ছেড়ে দিলাম। অর্থাৎ আল্লাহ্র কাছে মিনতি করে বললাম, হে আল্লাহ! আমার নিয়তিতে কী আছে আমি জানি না। অত্যন্ত বিগলিত চিত্তে, অবিচলতার সাথে প্রতিদিন তাহাজ্জুদ নামাযে এভাবে দোয়া করতে শুরু করলাম, হে আমার প্রিয় প্রভু-প্রতিপালক! হে অদৃশ্য সম্পর্কে জ্ঞাত! তুমি আমার আকুতি শোন, আমাকে পথপ্রদর্শন কর এবং আমাকে সেই পথে পরিচালিত কর যা তোমার কাছে সত্য; যেন আমি হিদায়াত থেকে বঞ্চিত না হই। আমি একেবারেই অক্ষম, দুর্বল, পাপী এবং স্বল্প জ্ঞানের অধিকারী, ইত্যাদি ইত্যাদি। তিনি বলেন, আমার

প্রভু আমার আকুতি শুনেন এবং আমি সত্য স্বপ্ন দেখতে আরম্ভ করি। আমাকে খুবই স্পষ্টভাবে দু'টি স্বপ্ন দেখান হল। আমি তখন পূর্ব আফ্রিকার সীমান্তবর্তী কসোমো জেলার কারিগু স্টেশনে একটি হাসপাতালের ইনচার্জ ছিলাম। ১৯০৫ সালের ৩০ জুন তারিখে আমি চিঠির মাধ্যমে খোদার প্রিয়ভাজন (মাহদী)-এর বয়আত করি। তিনি বলেন, এরপর থেকে ইবাদতে এমন তৃপ্তি পেতে লাগলাম যা ছিল কল্পনাতীত। কারণ, এটি ফিরিশ্‌তাদের অবতীর্ণ হবার যুগ ছিল। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর প্রতি যেসব নতুন ওহী হতো সেসব পূর্ণ হবার সংবাদ প্রতি ডাকে পেতাম। আর হযরত আকদাস (আ.)-এর সাথে সাক্ষাতের জন্য মনটা খুবই ছটফট করত আর দিন দিন অস্থিরতা বাড়তেই থাকে। (হুযুর বলেন) কারণ, তিনি তখনও তাঁর (আ.) হাতে সরাসরি বয়আত করেন নি বরং পত্র যোগে বয়আত করেছিলেন। তিনি বলেন, অবশেষে ছুটির সময় ঘনিয়ে এলো। আল্লাহ্ তা'লা আমার মনে প্রিয় মসীহ্‌কে কিছু উপহার দেয়ার প্রেরণা সঞ্চার করলেন। তাই আমি এখান থেকে চারটি উট পাখীর ডিম নিয়ে যাবার সিদ্ধান্ত নিলাম। এগুলো সংগ্রহ করতে এবং সাথে নিয়ে যাবার জন্য জার্মান বন্দর থেকে অনুমতি নেয়ার চেষ্টা করতে হল। এ অনুমতি পূর্ব আফ্রিকা হতে পাওয়া যেত না। তিনি বলেন, ১৯০৭ সালে আমি স্বদেশের উদ্দেশ্যে যাত্রা করি। গুজরাত পৌঁছে দেখি, আমার মরহুম পিতা এবং ভাই সাহেব আহমদীয়াতের ঘোর বিরোধী। প্রতি নামাযে বিগলিত চিত্তে তাদের জন্য দোয়া করতে শুরু করলাম। তিনি বলেন, আল্লাহ্ তা'লা আমাকে সাহায্য করলেন। অনেক আকুতি মিনতির সাথে দোয়া করার ফলে আমার পিতা, তার আরো কয়েকজন বন্ধু এবং আমার ভাই কাদিয়ানের সালানা জলসায় যেতে সম্মত হন। তিনি বলেন, গুজরাত জামাতের সঙ্গে আমরা ১৯০৭ সালে প্রিয় ভূমি কাদিয়ান পৌঁছি। সেখানে পৌঁছে এক অদ্ভুত দৃশ্য দেখতে পাই, জামাত এবং বড় বড় বুযূর্গ ও সম্মানিত ব্যক্তিবর্গ হযরত আকদাসের সাথে সাক্ষাতের জন্য ব্যাকুল হয়ে ছটফট করছেন, সাক্ষাৎ লাভের জন্য আপ্রাণ চেষ্টা চালাচ্ছেন। আমি চরম বিচলিত হই আর দুঃশ্চিন্তারও কোন সীমা ছিল না। কেননা আমি অনেক দূরদেশ থেকে অল্প কয়েক দিনের জন্য দেশে এসেছি এবং সাক্ষাতের জন্য বিগত দু'বছর ধরে ছটফট করছি। আমার আন্তরিক বাসনা ছিল, আমি হযরত আকদাস (আ.)- এর সাথে একান্তে সাক্ষাৎ করব কিন্তু তা সম্ভব হবে বলে আমার মনে হচ্ছিল না। (হুযূর বলেন) অনেক লোকের সমাগমের কারণে একান্তে সাক্ষাৎ লাভ করতে পারবেন না বলে তার মনে হচ্ছিল। তিনি বলেন, গুজরাত জামাতের সদস্যরা অতিথিশালায় আহার করছিলেন আর আমি সাক্ষাৎ লাভের চিন্তায় মগ্ন ছিলাম এবং এর জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছিলাম। মসজিদে মুবারকের নিচের গলি দিয়ে যাচ্ছিলাম। সে সময় একজনকে সে পথ দিয়ে যেতে দেখে আমি তাকে বললাম, আমি অনেক দূরদেশ থেকে এসেছি

এবং আমি হযরত আকদাস (আ.)-এর সাথে একান্তে সাক্ষাৎ করতে চাই। দয়া করে আমাকে কোন উপায় বাতলে দিন। তিনি উত্তরে বলেন, হযরত আকদাস (আ.)-এর একজন বৃদ্ধা সেবিকা প্রায়ই এই দরজা দিয়ে যাতায়াত করে, আপনি তাকে বলুন। ইতোমধ্যে সেই বৃদ্ধাকে দেখতে পেলাম। আমি দৌড়ে গিয়ে তাকে বললাম, মা আমি অনেক দূরদেশ থেকে এসেছি আমি হযরত আকদাস (আ.)-এর সাথে একান্তে সাক্ষাৎ করতে চাই। হুযূরের খিদমতে এই মুসাফীরের সংবাদটি পৌঁছে দিলে আমার প্রতি বড়ই কৃপা হবে। তিনি স্বস্নেহ ও সানন্দে বললেন, একটু অপেক্ষা কর আমি আসছি। তিনি অল্প সময়ের মধ্যেই ফিরে আসেন এবং আমাকে সুসংবাদ দেন, আমার আশা পূর্ণ হয়েছে। হযরত আকদাস (আ.) আমাকে উপর তলায় ডাকছেন। আমি দৌড়ে আমার পিতা এবং আমার সাথে আগত অ-আহমদীদের ডেকে আনলাম। আমরা উপর তলায় পৌঁছে একটি উঠানে দাঁড়ানো মাত্রই দরজা খুলে হযরত আকদাস (আ.) বাইরে আসেন এবং আস্সালামু আলাইকুম বলেন। পরিতাপ! আমরা আগে সালাম দিতে পারলাম না, হযরত আকদাসই প্রথমে সালাম দিলেন। তিনি বলেন, আমার পিতা বিরোধী হওয়া সত্যেও হুযূর (আ.)- এর পায়ে লুটিয়ে পড়েন। হুযূর (আ.) পরম মমতায় স্বহস্তে তার মাথা ধরে উঠান এবং বলেন, শুধু আল্লাহ্ তা'লার সত্তাই সিজদার যোগ্য। বান্দাকে সিজদা করা যায় না। এরপর এই অধম উট পাখির চারটি ডিম নযরানা স্বরূপ হযরত আকদাস (আ.)-এর খিদমতে পেশ করলাম। হুযূর একান্ত দয়াপরবশ হয়ে তা গ্রহণ করেন এবং স্নেহের সাথে আমার কাছ থেকে আফ্রিকার খবরাখবর ও আমার সফর বৃত্তান্ত ইত্যাদি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেন। তিনি আমার হাত নিজ পবিত্র হাতে নিয়ে বললেন, পার্থিব জগতের প্রতি আসক্ত হওয়া সমীচীন নয়। তিনি (আ.) আরো বলেন, নিজেকে সেই যাত্রীর ন্যায় মনে করা উচিত যে টিকেট ক্রয় করে প্রতিক্ষালয়ে ট্রেনের জন্য অপেক্ষমান। তিনি (আ.) আমাকে অনেক বেশী ইস্তেগফার করতে বলেন। আর বলেন, নিয়মিত দোয়ার জন্য লিখতে থেকো। এরপর সঙ্গে করে যেসব অ-আহমদী নিয়ে গিয়েছিলেন তাদের দু'তিন জন সহ আমার পিতার বয়আত নেন। কোথায় সাক্ষাতের পূর্বে তারা ছিল বিরোধী কিন্তু প্রথম সাক্ষাতেই বয়আতের জন্য সবাই সম্মত হয়ে যায়। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বয়আত শেষে একান্ত বিগলিত চিত্তে আমাদের জন্য দোয়া করেছেন, হুযূর (আ.)-এর চোখ ছিল অশ্রুসিক্ত। এমনকি আমাদের জন্যও অশ্রু সংবরণ করা কঠিন হয়ে গেল। আমাদের হৃদয় এতটা বিগলিত হয় যে, আজ পর্যন্ত হুযূরের পবিত্র হাতে হাত রাখা, হুযূরের জ্যোতির্ময় চেহারা দেখা, হুযূরের স্নেহভরা নির্মিলিত চোখ অশ্রু সিক্ত হওয়া এবং আমার মত নগণ্য ও দুর্বল পাপীর জন্য হিদায়াতের দোয়া করা, ইস্তেগফার করা এবং বারবার দোয়ার জন্য লিখতে নির্দেশ দেয়ার কথা যখন মনে হয় তখন আমার হৃদয়ে এক প্রকার বৈদ্যুতিক প্রভাব অনুভব করি

আর অশ্রুতে চোখ ঝাপসা হয়ে যায়। কত কল্যাণময় যুগ ছিল সেটি। বিরোধিতার ভয়াবহ পাহাড়, সমুদ্র এবং বিরোধিতার তুফান খোদার প্রিয় নবীর দোয়ার ফলে আমরা স্বচক্ষে নিশ্চিহ্ন হতে দেখেছি। চরম শত্রুকে তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ভিত-ত্রস্ত ও কম্পমান দেখেছি। অ-আহমদী আলেম ফাযেল তো দূরের কথা স্বয়ং জামাতে আহমদীয়ার বড়-বড় আলেমদের জ্ঞানও এই চতুর্দশী চাঁদের আলোর সামনে ম্লান দেখাচ্ছিল এবং হুযূরের উপস্থিতিতে কোন বিষয়ে কারো কথা বলারও সাহস হত না। মোটকথা, বয়আত করে নিলাম, দোয়ার পর হুযূর (আ.) আমার সাথে করমর্দন করে আমাকে ধন্য করলেন এবং আমাকে ফিরে যাবার অনুমতি দিলেন। তহসীলদার নবাব খাঁন সাহেব সহ আহমদীয়া জামাত, গুজরাটের সদস্যরা যখন আমার এই সাক্ষাতের বৃত্তান্ত শুনেন, তারা ঈর্ষা করে বলতে লাগলেন, আমাদেরকে কেন সাথে নিয়ে গেলে না।

গোলাম মুহাম্মদ সাহেবের পুত্র মাস্টার আব্দুর রউফ সাহেব (রা.)-এর একটি ঘটনা রয়েছে। তিনি বর্ণনা করেন, তার বয়আতের সন ১৮৯৮, সে বছরই তিনি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সাথে সাক্ষাত করেছেন। তিনি বলেন, প্রাথমিক যুগে যখন আমার বয়স অল্প ছিল তখন ভেরা'র মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে পড়াশুনা করতাম। তখন আমাদের ভেরা গ্রামে গুঞ্জন উঠে, কাদিয়ানে জন্ম গ্রহণকারী এক ব্যক্তি— ইমাম মাহদী হবার দাবী করেছেন। ধীরে ধীরে আমাদের মহল্লাতেও এই সংবাদ পৌঁছে, এক ব্যক্তি ইমাম মাহদী হবার দাবী করেছেন, তার নাম মির্যা গোলাম আহমদ। তিনি বলেন, আমি ছোট বালক ছিলাম, ততটা জ্ঞান ছিল না। কিন্তু আমার ভাই গোলাম এলাহী বই-পুস্তক পড়ে বয়আত গ্রহণ করেন। তাঁর নাম ৩১৩ জন সাহাবীর তালিকায় অন্তর্ভূক্ত রয়েছে। আঞ্জামে আথমে যে তালিকা রয়েছে তাঁর নাম সেখানে ২৪৯ নম্বরে মিস্ত্রী গোলাম এলাহী সাহেব ভেরা হিসাবে লিপিবদ্ধ আছে। যাহোক, তিনি বলেন, আমার ভাই পরিবারের সবার নাম বয়াতের পত্রভূক্ত করে পাঠিয়ে দেন। তখন আমিও মির্যা সাহেবের বই-পুস্তক এবং মহল্লায় যে সমস্ত বিজ্ঞাপন আসত সেগুলো পড়তাম। রাতে মসজিদেও এগুলো পড়ে শুনাতাম। গঙ্গাবিশন এবং আব্দুল্লাহ্ আথম সংক্রান্ত বিজ্ঞাপনের কথা আজও স্মরণ আছে। যাহোক, মির্যা সাহেবের সাথে সাক্ষাত করার বাসনা হল। অর্থাৎ হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সাথে সাক্ষাত করতে আমার ইচ্ছে হল। আমি মাগরিবের নামাযের পর ভেরায় একটি পুলের উপর বসে দোয়া করতাম, হে আল্লাহ! মির্যা সাহেব সত্যবাদী হয়ে থাকলে আমাকে কাদিয়ান পৌঁছাও আর মিথ্যাবাদী হয়ে থাকলে এখানেই রাখ অর্থাৎ আমি যেন ভেরাতেই থাকি কাদিয়ান যাবার কোন আবশ্যকতা যেন না হয়। তিনি লিখেন, দশম শ্রেণীর পরীক্ষা আমি রাওয়ালপিন্ডিতে দিয়েছি। ১৩১১ হিজরিতে যে চন্দ্র ও সূর্য গ্রহণ হয়েছিল তা আমি স্বচক্ষে দেখেছি। তখন আমি মাধ্যমিকে পড়ি। আমি যখন ১৯৯৮

সালে পরীক্ষা দিয়ে শেষ করলাম, আমার ভাই গোলাম এলাহী নিজের সঙ্গে করে আমাকেও কাদিয়ান নিয়ে যান। তখন আমি মির্যা সাহেবের হাতে সরাসরি বয়আত করি। তখন মসজিদ খুবই ছোট ছিল। সেখানে কিছুদিন অবস্থান করে আমার ভাইয়ের সাথে আবার নিজ গ্রাম ভেরায় ফিরে আসি। মৌলভী নূর উদ্দীন সাহেবের সাথে আমার ভাইয়ের পূর্ব পরিচয় ছিল। তাই তিনি আমার ভাইকে লিখেন, তোমার ভাইকে কাদিয়ান পাঠিয়ে দাও। অবশেষে আল্লাহ্‌র কৃপায় ১৮৯৯ সালে আবার কাদিয়ান যাই এবং মৌলভী সাহেব এবং হযরত সাহেবের সাথে সাক্ষাত করি। মৌলভী সাহেব আমার শিক্ষাগত যোগ্যতা কি তা জানতেন। আমি গরীব ছিলাম। অর্থাৎ যুগের শিক্ষার মান অনুসারে তিনি জানতেন যে, আমি শিক্ষিত কিন্তু গরীব ছিলাম, তাই মৌলভী সাহেব আমাকে স্কুলে চাকরি নিয়ে দিলেন আর ১৮৯৯ সালে মাসিক ৮ টাকা বেতনে সহকারী শিক্ষক হিসাবে নিযুক্ত হলাম। তখন ষষ্ঠ-সপ্তম শ্রেণী পর্যন্ত ছিল। মাধ্যমিকের ক্লাস হত না। আমি এই শিক্ষকতার কাজ ১৯০২ সাল পর্যন্ত করেছি। সে সময় মৌলভী শের আলী সাহেব স্কুলের প্রধান শিক্ষক ছিলেন। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রদের পড়াতাম আর সেই সাথে পাঁচ ওয়াক্ত নামায হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর সাথে পড়তাম। তখন মৌলভী আব্দুল করীম সাহেব ইমামতী করতেন। পাঁচ বেলার নামাযের পরই হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর বৈঠকে বসতাম। হযরত সাহেব ঘর থেকে এসে নামাযের পূর্বে তাঁর ইলহাম, দিব্যদর্শন, রুইয়া এবং সত্য স্বপ্ন শুনাতেন। আমিও তা উপভোগ করতাম। নামাযের সময় সুযোগ পেলে তাঁর হাত-পা টিপে দিতাম। কিছুদিন হযরত সাহেব রাতের খাবার মসজিদে বসেই খান এবং আমিও অতিথিদের সাথে মসজিদে খাবার খেয়ে নিতাম। হযরত সাহেবের উচ্ছিষ্ট তাবাররুক (কল্যাণ-সিক্ত) হিসাবে খেয়ে নিতাম। মাগরিব নামাযের পর হযরত সাহেব মসজিদে মুবারকে হুযূরের জন্য নির্ধারিত আসনে বসতেন। বিভিন্ন ধরনের ঐশী বাণী, কাশ্‌ফ এবং স্বপ্ন শুনাতেন। যেমন মিস্টার ডুই, চেরাগ দ্বীন জাম্মুনী এবং ভীঁ নিবাসী করম দ্বীনের ব্যাপারে ওহী এবং স্বপ্ন ইত্যাদি এর অন্তর্ভুক্ত থাকত। এসব বিষয় বিভিন্ন পুস্তকে ছাপাও হয়ে গেছে। দ্বিতীয়বার লিখার প্রয়োজন নেই। মাস্টার আব্দুর রউফ সাহেব (রা.) সম্পর্কে টিকায় আরো লিখা আছে, তিনি সদর আঞ্জুমান আহমদীয়ার অবসরপ্রাপ্ত ছিলেন এবং সাবেক ক্লার্ক, প্রধান ক্লার্ক তালীমুল ইসলাম হাইস্কুল, কাদিয়ান ছিলেন। তিনি ১৮৯৯ সালে স্কুলে যোগদান করেন আর ১৯০২ সাল পর্যন্ত শিক্ষকতা করেন। পরে তিনি 'রিভিউ অফ রিলিজিয়ন্স'-এর দপ্তরে কাজ করেন। এরপর ১৯০৬ থেকে ১৯২৭ সাল পর্যন্ত হাইস্কুলের প্রধান ক্লার্ক ছিলেন। তিনি বলেন, আমি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে তখন থেকে মানতাম যখন চন্দ্র-সূর্য গ্রহণ হয়েছে।

আর একটি ঘটনা বা রিওয়ায়েত হল, মৌলভী আব্দুল্লাহ্ সাহেবের পুত্র হযরত মৌলভী আব্দুল আযীয সাহেব (রা.)-এর। তিনি ১৯০৪ সালে বয়আত করেন। তিনি বলেন, বয়আত গ্রহণ এবং হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে স্বচক্ষে দেখার বৃত্তান্ত তুলে ধরার পূর্বে আমি আমার মরহুম পিতা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সাহাবী মৌলানা মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ্ সাহেব মগফুর-এর অবস্থা বর্ণনা করা আবশ্যক মনে করছি, তাঁর ঘটনাটিও খুবই চিত্তাকর্ষক। কেননা তিনি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর অনেক বড় পরীক্ষা নেয়ার চেষ্টা করেছেন আর সবদিক থেকে আশ্বস্ত হওয়ার পরই তিনি বয়আত করেছেন। যাহোক, তিনিও হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর পবিত্র হাতে বয়আত করেছেন। তাঁর অনেক চাক্ষুষ ঘটনা রয়েছে, যেগুলি লিপিবদ্ধ করার পূর্বেই তিনি ইন্তেকাল করেছেন। এ কারণে আল্ ওলাদু সিররুল্ লি আবিহি অনুসারে তাঁর ঘটনা লিপিবদ্ধ করা আবশ্যক মনে করছি। ফার্সীতে বলা হয়, অর্থাৎ, **'যে কাজ পিতা করতে পারেন নি, তাঁর ছেলে তা সম্পন্ন করেছে।'** তিনি বলছেন, মোটকথা, গ্রাম ভেনী, পোষ্ট অফিস শরকপুর, জেলা শেখোপুরার অধিবাসী আমার সম্মানিত বুযূর্গ পিতা মৌলভী আব্দুল্লাহ্ সাহেব, একজন আহলে হাদীস আলেম ছিলেন। এলাকার অনেক বড় নেতা ছিলেন। মৌলভী মুহাম্মদ হোসেইন সাহেব বাটালভী এবং মৌলভী নযীর হোসেন সাহেব দেহলভী তাঁকে আঞ্জুমানে আহলে হাদীসের ডেপুটি কমিশনার নির্বাচন করেছিলেন। ঐ এলাকাতে তিনি অনেক বড় নেতা বলে গণ্য হতেন আর তাদের প্রতিনিধিত্ব করতেন। তিনি বলেন, তাঁর খ্যাতির কারণে গুরুদাসপুর জেলার গোলাম নবী যিনি আহলে হাদীসের নেতা ছিলেন, তাঁকে নিজের কাছে ডেকে পাঠান, আর তিনি উল্লেখ করেন, আমাদের কাছেই কাদিয়ান গ্রাম অবস্থিত যেখানে হযরত মির্যা গোলাম আহমদ সাহেব ইলহাম প্রাপ্তির দাবী করেছেন। তিনি এক মহান পুত্র সন্তান লাভের ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন যা পূর্ণ হয় নি। প্রথমে এক কন্য সন্তান জন্ম নিয়েছে, তারপর এক ছেলের জন্ম হয়েছে। (তিনি মুসলেহ্ মওউদ সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণীর কথা বলছিলেন যা অ-আহমদী মৌলভীরা তাকে বলেছে)। কিন্তু কিছু দিনের মধ্যে সেও মারা গেছে। চল, ঐ ব্যক্তির সাথে গিয়ে মুনাযেরা করা যাক। তার মতে ইলহাম অথবা ওহী ইত্যাদি হতে পারে না, অথচ হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) তা লাভের দাবী করতেন। তাকে বলা হয়, চলুন, তার সাথে গিয়ে আলোচনা করি। অতএব, যে দিনগুলোতে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) কোন দাবী করেন নি, শুধুমাত্র ইলহাম এর ধারা জারী ছিল আর হুযূর (আ.) বারাহীনে আহমদীয়া পুস্তক রচনা করছিলেন, তিনি অর্থাৎ যার ঘটনা বর্ণনা করা হচ্ছে তার পিতা কাদিয়ানে পৌঁছেন। হুযূরের সাথে উল্লিখিত ভবিষ্যদ্বাণী নিয়ে আলোচনা হয় অর্থাৎ মুসলেহ্ মওউদ সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণী নিয়ে আলোচনা হয়। আর প্রশ্ন করা হয়, যদি আপনার ইলহামগুলি সঠিক হয়, তবে

ছেলে সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণী কেন পূর্ণ হয় নি? প্রথমে মেয়ে হয়েছে, তারপর ছেলে হয়েছে, সে আবার মারাও গেছে। ভবিষ্যদ্বাণী কী এ রকমই হয় নাকি? তিনি বলছেন, আমার বুযূর্গ পিতা বলতেন, একথা শুনে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, "মহানবী (সা.) হজ্বের ব্যাপারে কোন ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন কী? মৌলভী সাহেব হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে বলেন, হ্যাঁ! মহানবী (সা.)-এর হজ্ব সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণী ছিল। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এর প্রেক্ষিতে বলেন, এটি কি ঐ বছরই পূর্ণ হয়েছিল? তিনি কি ঐ বছরই হজ্বব্রত পালন করে ফিরত এসেছিলেন? এতে তার পিতা মৌলভী সাহেব বলেন, ঐ বছর হজ্ব করেন নি কিন্তু এর পরের বছর তো করেছেন। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, আমি কখন বলেছি, এ বছরই ছেলে হবে? এটি খোদা তা'লার ভবিষ্যদ্বাণী যা পূর্ণ হবে, আর অবশ্যই হবে। যে বছরই পূর্ণ হোক না কেন। কেননা এর একটি নির্ধারিত মেয়াদ আছে, এক বছরের কথা কোথাও বলা হয় নি, বরং নির্দিষ্ট সময়ের কথা বলা হয়েছে। এখানেই আলোচনা শেষ হয়ে যায়। আর মৌলভী সাহেব নতুন কোন প্রশ্ন করেন নি। কিন্তু এ বিষয়ে তার অবস্থান অনঢ় ছিল যে, আপনার এই ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হয় নি। এরপর হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) তাঁর যে বিজ্ঞাপন ১৮৮৬ সালের ২২ মার্চ দিয়েছিলেন, তাতে সময়ও নির্ধারণ করে দেন, এই প্রতিশ্রুত সন্তান নয় বছরের মধ্যে জন্ম নিবে। এরপর উপুর্যপুরী কয়েকটি বিজ্ঞাপনে তা উল্লেখ করেন। তারপর তিনি নিজেই বর্ণনা করছেন, ঐ ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হয়েছে। অর্থাৎ হযরত মুসলেহ্ মওউদ, খলীফাতুল মসীহ্ সানীর জন্ম হয়েছে। এরপর তিনি বর্ণনা করছেন, মৌলভী সাহেব, অর্থাৎ তার পিতা যিনি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সাথে বির্তক করার জন্য এসেছিলেন, তিনি আরবী ও ফার্সীতে খুবই দক্ষতা রাখতেন। আরবী ব্যাকরণ, যুক্তিবিদ্যা, (ভাষা) অলঙ্কার শাস্ত্র ও রূপকের জ্ঞান ইত্যাদিতে ছিলেন অনন্য ব্যক্তিত্ব। তার জ্ঞানের ভিত্তিতেও এই নির্বাক করে দেয়ার মত উত্তর থেকে তিনি লাভবান হন নি অর্থাৎ হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সাথে যে বির্তক হচ্ছিল, এটি থেকে তিনি কোন ফায়দা উঠান নি। আর এটিও বাস্তব সত্য, প্রত্যেক কাজের জন্য একটি নির্দিষ্ট সময় থাকে। ঐ সময়টি ছিল তার অস্বীকারের। তাই তিনি অস্বীকারের উপরই অটল থাকেন। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর কথা মানেন নি। হুযূর (আ.) তাঁর জ্ঞান দেখে অর্থাৎ তার কথাবার্তা শুনে ধারণা করেছেন যে, তিনি জ্ঞানী মানুষ তাই দয়ার্দ্র হয়ে তাকে বলেন, মৌলভী সাহেব! আমি বিরুদ্ধবাদীদের বিভিন্ন আপত্তির খন্ডনে বারাহীনে আহমদীয়া নামে একটি গ্রন্থ রচনা করেছি এবং এতে দশ হাজার রূপীর চ্যালেঞ্জও দিয়েছি যা কিছু দিনের ভেতর প্রকাশিত হবে। আপনি এখানে অবস্থান করে মুদ্রনের জন্য প্রুফ দেখে দিতে পারলে ভাল হবে। আর এ কাজের পারিশ্রমিক যা-ই দাঁড়ায় আপনাকে দেয়া হবে। কিন্তু মৌলভী আব্দুল আযীয সাহেব

তার পিতা সম্পর্কে লিখেন, পরিতাপ! তিনি এ প্রস্তাবে সম্মত না হয়ে এমনিই ফিরে যান। আর এই অস্বীকারের পর প্রায় ১৫/১৬ বছর নষ্ট হয়েছে। যদিও তিনি সম্মত হন নি কিন্তু তিনি প্রকৃতিগত ভাবে পুণ্যবান ছিলেন। তিনি বলেন, তার প্রকৃতিতে সততা এবং পুণ্য দুটোই ছিল। কেউ হযরত মসীহ্ মওউদকে গালমন্দ করলে বা অবমাননাকর কথা বললে তিন তাকে বাঁধা দিতেন এবং বলতেন, খোদা তা'লা কাফিরদের প্রতিমাগুলোকেও গালি দিতে বারণ করেছেন। অতএব, এমন কিছু বৈশিষ্ট্য তার মাঝে ছিল যা পরবর্তীতে তার হিদায়াতের কারণ হয়েছে। এরপর বর্ণনা করেন, এই নিরবতার মাঝেই ১৫/১৬ বছর সময় অতিবাহিত হয় এবং এরই মধ্যে ১৯০২ সাল এসে যায়। এ সময় তিনি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর 'জঙ্গে মুকাদ্দাস' এবং 'আয়নায়ে কামালাতে ইসলাম' বই দু'টি পড়েছিলেন, যারফলে মৌলভী সাহেবের মাথায় যেসব প্রশ্ন দেখা দিত এর বেশ ক'টির সমাধান হয়ে যায়। এই বই দু'টি পড়ে অনেক প্রশ্নের উত্তর পেয়ে গেছেন ঠিকই কিন্তু অনেক নতুন আপত্তিও দেখা দেয়। যেসব আপত্তির সৃষ্টি হয়েছে এর ২১টি তিনি প্রশ্নাকারে নোট করে নেন। আর ১৯০২ সালে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সাথে ধর্মীয় বিতর্কের জন্য কাদিয়ানের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। সেখানে গিয়ে সরাসরি মসজিদে মুবারকে উপস্থিত হন। সেখানে বসবাসরত কাউকে কিছু বলেন নি, কিছু জিজ্ঞেসও করেন নি। কোন এক নামাযের সময় সোজা মসজিদে মুবারকে গিয়ে উপস্থিত হন এবং বাজামাত নামায পড়েন। কাউকে কিছু বলেন নি, কেন বলেন নি তা পরে আসছে। যে কারণে কাউকে কিছু বলেন নি তা হল, অদ্ভুত অদ্ভুত ও অলিক কিছু গল্প প্রচলিত ছিল, যেমন বলা হয় পীরদের রীতি অনুসারে মির্যা সাহেব কিছু এজেন্ট রেখেছেন, যারা আগত অতিথিদের কাছে প্রথমে সবকিছু জিজ্ঞাসা করে নেয় আর ভেতরে সব তথ্য পৌঁছে দেয়। মির্যা সাহেব যে কক্ষে থাকেন তার অনেকগুলো দরজা আছে। প্রত্যেক কাজের জন্য জন্য পৃথক পৃথক দরজা নির্ধারিত রয়েছে। মির্যা সাহেব যেহেতু পূর্ব থেকেই অবহিত থাকতেন তাই অতিথি ভেতরে প্রবেশ করামাত্রই তিনি বলে দিতেন, আপনার নাম এই এবং আপনি অমুক জায়গা থেকে অমুক কাজের জন্য এসেছেন, ইত্যাদি ইত্যাদি। আর এসব কথার ফলে অতিথি খুবই প্রভাবিত হত আর তাঁর প্রতি বিশ্বাস জন্মাত। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সম্বন্ধে এমন অলিক গল্প প্রচলিত ছিল বলে তিনি কাউকে কিছু বলেন নি। তিনি লিখেন, মির্যা সাহেবের এমন কথায় এ অতিথির মনে দৃঢ় বিশ্বাস জন্মায় যে, ইনি নিশ্চিতভাবে আল্লাহ্‌র ওলী, কেননা তিনি নিজে থেকেই সব কিছু বলে দিচ্ছেন। মোটকথা, তখন মৌলভী সাহেবের মনেও এ ধারণা ছিল। তিনি সিদ্ধান্ত করে রেখেছিলন, আমাকে যদি কেউ কিছু জিজ্ঞেস করে তাহলে আমি কিছুই বলব না। কাজেই তিনি সোজা মসজিদে যান এবং কারো কাছে কিছু জিজ্ঞেস করেন নি। তিনি নিজেই বলেন, পরে এ

কথা ভুল প্রমাণিত হয়েছে এবং এগুলো বিরোধীদের দেয়া অপবাদ ছিল মাত্র। যাহোক, তখন যেহেতু নামাযের সময় ছিল বা নামায হচ্ছিল তাই তিনি বাজামাত নামায পড়েন। নামাযের পর হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) তাঁর আসনে বসেন এবং অন্যরা এদিক সেদিক ছড়িয়ে বসেন। আস্সালামু আলাইকুম বলার পর মৌলভী সাহেব চুপিসারে হুযূর (আ.)-এর পা টিপতে আরম্ভ করেন। আর হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) তাকে বলেন, আল্লাহ্‌র নবীর পরীক্ষা নেয়া ভালো নয়। পা টেপা তার আসল উদ্দেশ্য ছিল না। মূল উদ্দেশ্য ছিল ভিন্ন যার বর্ণনা পরে আসবে। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, আল্লাহ্‌র নবীকে পরীক্ষা করা ভালো না। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর হৃদয়ে আল্লাহ্ তা'লা এই ধারণা সঞ্চার করেন, এটি তার নিষ্ঠাপূর্ণ পা টেপা নয় বরং অন্য কোন উদ্দেশ্য আছে। যাহোক, তিনি বলেন, এটি একটি নিদর্শন ছিল যা তিনি হুযূরের সাথে প্রথম সাক্ষাতেই প্রত্যক্ষ করেছিলেন। এটি তার ঈমানী চেতনা লাভে সহায়ক হয়েছে; ছেলে পিতা সম্বন্ধে একথা বলছেন। যাহোক, আলহামদুলিল্লাহ্। শ্রদ্ধেয় মৌলভী সাহেব বলতেন, মূল ঘটনা হল, আমি একটি হাদীস বা রিওয়ায়েতে দেখেছিলাম, হযরত ইমাম মাহদীর সত্যতার একটি নির্দশন বা আলামত হল, তাঁর পা খড়ম পায়া হবে না বরং সোজা হবে, সমতল পা যেমন হয় আর কি। পায়ের তালুতে বেশি গর্ত থাকবে না। তিনি এটি দেখার জন্য হুযূর (আ.)-এর পা ধরে ছিলেন। টিপে দেয়ার উদ্দেশ্যে নয় বরং খড়ম পায়া কিনা তা দেখার জন্য। পা ধরার ফলে তিনি দু'টি নিদর্শন প্রত্যক্ষ করেছেন। একটি হল, মহানবী (সা.)-এর কথা অনুযায়ী বাস্তবেও হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর পায়ের পাতায় বেশি বাঁক ছিল না। দ্বিতীয়টি হল, হুযূর (আ.) বলেছেন, খোদার নবীর পরীক্ষা নেয়া ভালো না। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে এ কথা কেউ বলে দেয় নি। অনেক লোকই হুযূর (আ.)-এর পা টিপে দিত, কিন্তু কখনো তিনি এ কথা বলেন নি যা তিনি তখন বলেছিলেন, অর্থাৎ আল্লাহ্‌র নবীর পরীক্ষা নেয়া ভালো না। এ ধারণা কীভাবে জন্মাল, তখন যে ব্যক্তি পা টিপে দিচ্ছিল সে আসলে পরীক্ষার উদ্দেশ্যে পা টিপে দিচ্ছিল? আর বাস্তবেও তখন পরীক্ষার উদ্দেশ্যেই পা টিপা হচ্ছিল। অতএব, এটি একটি সুস্পষ্ট নির্দশন ছিল যা তিনি স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করেছেন এবং ঈমানের সজিবতা অর্জন করেছেন। আল্লাহুম্মা সাল্লে আলা মুহাম্মদ ওয়া আলে মুহাম্মদ। এরপর মৌলভী সাহেব বলেন, হুযূর! আমার কিছু প্রশ্ন ছিল। অনুমতি দিলে প্রশ্নগুলো উত্থাপন করব। হুযূর (আ.) অনুমতি দিলেন। মৌলভী সাহেব প্রথম প্রশ্ন উত্থাপন করেন। মৌলবী সাহেব এবং হযরত সাহেবের মাঝে যেভাবে কথোপকথন বা সংলাপ হয় তা হুবহু লিপিবদ্ধ করা হল।

মৌলবী সাহেব জিজ্ঞাসা করলেন, মহানবী (সা.)-এর একজন দুধ-মা ছিলেন। তাঁর নাম ছিল হযরত উম্মে আয়মান, যাকে হুযূর (সা.) প্রতিদিন অথবা প্রায়শ গিয়ে নতুন ওহী শুনাতেন এবং তিনি আনন্দিত হতেন। ওহী শুনে আনন্দিত হতেন। হুযূর (সা.)-এর মৃত্যু পর্যন্ত এ রীতি অব্যাহত ছিল এরপর হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা.) তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন। তিনিও একদিন দুধ মায়ের সাথে সাক্ষাতের জন্য যান অর্থাৎ উম্মে আয়মানের সাথে। তখন উম্মে আয়মন কাঁদতে আরম্ভ করেন। তিনি বলেন, আপনি কি হুযূর (সা.)-এর মৃত্যুর কারণে কাঁদছেন? এটি আল্লাহ্ তা'লার সুন্নত বা নিয়ম— যা পূর্ণ হয়েছে। আম্মা জান বলেন, না বরং আমি এ জন্য কান্না করছি যে ওহী বন্ধ হয়ে গেল। অতএব আম্মা জান সাহেবা যখন ওহী বন্ধ বলে স্বীকার করেন তখন আপনি কীভাবে হুযূর (সা.)-এর পর ওহী নাযিল হওয়ার বিশ্বাস রাখেন? এটি ছিল মৌলভী সাহেবের প্রশ্ন। অনেক দীর্ঘ ভূমিকার পর এ প্রশ্নটি করা হয়েছিল। অর্থাৎ হুযূর (সা.)-এর জীবনাবসানে ওহীর ধারা বন্ধ হয়ে গেছে তবে এখন কীভাবে ওহী হতে পারে অথচ আপনি বলেন, আমার প্রতি ওহী হয়।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, আপনি কী 'কুনতুম খায়রা উম্মাতিন' অনুযায়ী স্বীকার করেন যে, এ উম্মত সর্বোত্তম উম্মত? মৌলভী সাহেব বলেন, হ্যাঁ, আমি স্বীকার করি। হযরত আকদাস (আ.) বলেন, আপনি কি বিশ্বাস করেন, **'আওহায়তু ইলাল হাওয়ারিয়্যিনা', 'ওয়া আওহাইনা ইলা উম্মি মূসা', 'ওয়া আওহা রাব্বুকা ইলান্নাহলি'**- অনুসারে মসীহ্র হাওয়ারীগণ, মূসার মা এবং মৌমাছির প্রতি ওহী হয়েছে আর ওহী হয়। মৌলভী সাহেব বললেন যে, হ্যাঁ, অবশ্যই হতো এবং হয়। (এটি সুন্দর একটি তবলীগি মুনাযিরা চলছিল)। হযরত আকদাস মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, তবে কি মসীহ্র হাওয়ারী এবং মূসার উম্মতের মহিলারা এবং নিম্ন প্রজাতির বিভিন্ন প্রাণীর চেয়েও এ উম্মত নিকৃষ্ট? তাদের প্রতি ওহী হত অথচ মুহাম্মদ (সা.)-এর উম্মত, যারা সর্বোত্তম উম্মত, তাদের প্রতি ওহী হবে না? মৌলভী সাহেব বললেন, ঐসব ওহীর ব্যাপারে পবিত্র কুরআনে উল্লেখ রয়েছে। উম্মতে মুহাম্মদীয়ার মাঝেও ওহী হবে এটি কি কোন স্থানে উল্লেখ আছে? তখন হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, 'যখন আপনি এটি স্বীকার করেন যে, পূর্ববর্তী উম্মতের উপর ওহী হত আবার এদিকে আল্লাহ্ তা'লা সূরা ফাতিহাতে দোয়া শিখিয়েছেন, (আপনি বিশ্বাস করেন, যে সূরা ছাড়া নামাযই হয় না। আর প্রত্যেক রাকাতে এটি পাঠ করা আবশ্যক)। **"সিরাতাল্লাযীনা আনআমতা আলাইহিম।"** অর্থাৎ, খোদা আমাদের সেসব লোকের পথ প্রদর্শন কর যাদেরকে তুমি পুরষ্কৃত করেছ। আর সেই ঈমানও আমাদের দান কর। অতএব, সেসব লোকের মাঝে যেহেতু ওহীর পুরষ্কার বিদ্যমান ছিল, প্রশ্ন হল— দোয়ার ফলস্রুতিতে এই উম্মতের মাঝে কেন ওহী হবে না? {দ্বিতীয়ত হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বললেন}, দ্বিতীয় কথা হল, إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا

رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ (সূরা হা মীম আস্ সাজদা:৩১) অর্থাৎ, যারা বলে, আমাদের প্রভু আল্লাহ্ তা'লা এবং এ দাবীর উপর অবিচল থাকে তাদের প্রতি আল্লাহ্ তা'লার ফিরিশ্তা অবতীর্ণ হয় এবং তারা বলে, তোমরা চিন্তিত হয়ো না এবং দুঃখিত হয়ো না এবং তোমাদেরকে সেই জান্নাতের সুসংবাদ দেয়া হচ্ছে যার অঙ্গীকার তোমাদের সাথে করা হয়েছে। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, এই আয়াত থেকে প্রমাণিত, ফিরিশ্তার মাধ্যমে এ উম্মতের মু'মিনীন এবং অবিচল ও দৃঢ়চিত্তদের প্রতি ওহী অবতীর্ণ হওয়া অবধারিত। (এরপর হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন), তৃতীয় আয়াত হল, لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ (সূরা ইউনুচ: ৬৫) অর্থাৎ, খায়রে উম্মতের মু'মিনরা এই পার্থিব জীবনেও সুসংবাদ লাভ করবে এবং পরকালেও। অতএব, এই সুসংবাদ ওহী না হলে আর কী হবে? এই বিষয়ে হুযূর (আ.) আরো অনেক আয়াত ওহী অবতীর্ণ হবার প্রমাণ স্বরূপ উপস্থাপন করেন। এই ধর্মীয় বাহাস চলাকালে মৌলভী সাহেব বলেন, হুযূর এটি ঠিক কথা যে, এই আয়াত সমূহ দ্বারা নুযূলে ওহী প্রতীয়মান হয়। কিন্তু প্রশ্ন হল, কুরআনে এই উম্মতের জন্য যেখানে ওহী নাযিল হবার প্রমাণ রয়েছে সেখানে হযরত আম্মা জান এটি কেন বললেন, 'ইনকেতাআতুল ওহী' অর্থাৎ, আজ ওহী বন্ধ হয়ে গেছে? তিনি এই আয়াতগুলো সম্পর্কে কী জানতেন না? হযরত আকদাস মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, মৌলভী সাহেব! বলুন তো, এখানে 'আল্ ওহীর' উপর 'আল্' কেন এসেছে? এই 'আল্' ঐ ওহীর প্রতি ইশারা করছে যা হুযূর (সা.)-এর প্রতি অবতীর্ণ হত আর হুযূর প্রতিদিন আম্মা জানকে শুনাতেন। তাই সেই কুরআনী এবং শরীয়তবাহী ওহী যা হুযূর (সা.)-এর প্রতি অবতীর্ণ হত তা নিশ্চিতভাবে বন্ধ হয়ে গিয়েছিল এবং হয়ে গেছে। এটি কোথায় লিখা আছে যে, কিয়ামত পর্যন্ত সব ধরনের ওহী বন্ধ? অথচ কুরআনী আয়াতে ওহী অবতীর্ণ হবার কথা সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ আছে। মৌলভী সাহেব এ কথা শুনে নিরব হয়ে যান, এরপর আর নতুনকোন প্রশ্ন করেন নি। একুশটি প্রশ্ন থেকে কেবল একটি প্রশ্নই করেন আর নিশ্চিন্ত হয়ে উঠে চলে যান। তারপর হযরত আকদাস (আ.) একটি দীর্ঘ বক্তৃতা করেন, তাতে সেসব প্রশ্নের উত্তর এসে যায় যা মৌলভী সাহেব নোট করে নিয়ে এসেছিলেন এবং তা তার পকেটস্থই ছিল। এই সাক্ষাতের পূর্বে এ প্রশ্নগুলোর কথা তিনি কারো কাছে উল্লেখও করে নি। মৌলভী সাহেব তখন অবাক হয়ে চিন্তা করেন, এ ব্যক্তির প্রতি যদি ওহী না হয় তাহলে এসব কথা এবং প্রশ্নের খবর তাকে কে দিল যা তার কাছে লেখা ছিল অর্থাৎ তার পকেটে ছিল। তিনি বলেন, যখন দেখলাম আমার সকল প্রশ্ন যা আমার পকেটে ছিল তার উত্তরও না চাইতেই মসীহ্ মওউদ (আ.) দিয়ে দিয়েছেন। তখন আমি কিছুক্ষণ নিরব থেকে মসীহ্ মওউদ

(আ.)-এর নিকট নিবেদন করি হুযূর, আপনার হাত দিন— আমি আপনার হাতে বয়আত করতে চাই। অতএব, তিনি সেই মুহূর্তে আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় বয়আত করেন এবং পরবর্তীতে আর কোন দিন তাঁর হৃদয়ে হুযূর (আ.)-এর সত্যতা সম্পর্কে কোন ধরনের প্রশ্ন জাগে নি বরং তাঁর ঈমান ও তত্ত্বজ্ঞান উত্তরোত্তর উন্নতি করতে থাকে। আলহামদুলিল্লাহি আলা যালেক।

তিনি অর্থাৎ তাঁর পুত্র আরো লিখেন, পরবর্তীতে তিনি কোন প্রকার উচ্চবাচ্য না করে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.)-এর বয়আতকারীদের গন্ডিভূক্ত হন। দ্বিতীয় খিলাফতের যুগেও হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.)-এর হাতে বয়আত করেন, তখনও তার হৃদয়ে কোনরূপ সন্দেহ বা সংশয়ের সৃষ্টি হয় নি। আলহামদুলিল্লাহি আলা যালিক।

তাঁর ছেলে লিখেন, আমার পিতা যখন বয়আত করে ফেরত চলে যান তখন যে এলাকায় তিনি থাকতেন অর্থাৎ, দো আবা বারি এবং চেনাবের অধিকাংশ মানুষ যারা তাঁর ভক্ত ছিল, শত্রু হয়ে যায়। অথচ ধারণা ছিল, যদি মৌলভী সাহেব মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর হাতে বয়আত করেন তবে তারা সবাই তাঁর সাথে বয়আত করবে কিন্তু বাস্তবে যা ঘটেছে তা হল, সবাই তাঁর শত্রু হয়ে যায় এবং তাঁকে হত্যা করার ষড়যন্ত্র আঁটতে থাকে। কিন্তু তিনি দৃঢ়চিত্তে তাদের মোকাবিলা করেন আর প্রেমিকের একাগ্রতা নিয়ে তবলীগের কাজ অব্যাহত রাখেন এবং প্রায় আঠার বছর তিনি অবৈতনিক মুবাল্লেগ ছিলেন এবং তাঁর মাধ্যমে প্রায় তিনশ' বা ততোধিক মানুষ জামাতভূক্ত হয়।

এই হল কয়েকটি রিওয়ায়েত বা ঘটনা যা আমি বর্ণনা করলাম। সেসব মানুষের ঘটনা, যাঁরা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর হাতে বয়আত করে আধ্যাত্মিকতায় উন্নতি করেছেন, আল্লাহ্ তা'লার সত্তা সম্বন্ধে তত্ত্বজ্ঞানে উন্নতি করেছেন। হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর প্রতি ভালবাসার নতুন দিগন্ত তাদের সামনে উন্মোচিত হয় আর এ কারণেই হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর নিষ্ঠাবান প্রেমিকের প্রতি তাঁদের বিশ্বস্ততা, নিষ্ঠা ও ভালবাসা ছিল সকল জাগতিক সম্পর্কের তুলনায় অধিক উন্নত। আল্লাহ্ তা'লা ঐসব প্রবীণের প্রতি সহস্র সহস্র কৃপা ও কল্যাণ বর্ষণ করুন এবং আমাদেরকেও যুগ ইমামের বয়আতের সুবাদে অর্পিত দায়িত্ব পালনের তৌফীক দান করুন। এছাড়া আমরাও যেন নিজেদের মাঝে পবিত্র পরিবর্তন সাধন করতে পারি এবং এদিকে মনোযোগী হই।

জুমুআয় আসার পূর্বে একটি বেদনাদায়ক সংবাদ এসেছে, তবে এখনও বিস্তারিত খবর পাওয়া যায় নি। করাচিতে সম্ভবত জুমুআর নামাযের পরপরই একটি পরিবার ফেরত যাচ্ছিল, (তাদের মাঝে) নাযেম উমুরে তোলাবা ছিলেন, তিনি এবং তার পরিবার ঘরে ফেরত যাচ্ছিল। তিনি স্বয়ং মোটর সাইকেলে ছিলেন এবং পরিবারের অন্যরা ছিল গাড়িতে, তাকে লক্ষ্য করে গুলি করা

হয়। তিনি ঘটনাস্থলেই শাহাদাত বরণ করেন, إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ। আর গাড়িতে তার পিতা ও অপরাপর আত্মীয়স্বজন ছিলেন, তারা আহত হয়েছেন। আল্লাহ্ তা'লা শহীদ মরহুমের মর্যাদা উন্নীত করুন, বিস্তারিত খবর পেলে জানা যাবে যে, আসলে কি হয়েছিল। মোটকথা, যারা আহত হয়েছেন তাদের ব্যাপারে জানা গেছে, তারা আশংকা মুক্ত, কিন্তু দোয়া করুন যেন আল্লাহ্ তা'লা তাদেরকে শঙ্কামুক্ত করেন এবং আশু আরোগ্য দান করেন।

এমনিভাবে ঘাটিয়ালিয়া থেকেও একটি শাহাদতের খবর এসেছে। আল্লাহ্ তা'লা এসব শহীদের পদমর্যাদা উন্নীত করুন। আর আমি যেমনি বলেছি, যারা আহত হয়েছেন তাদের জন্য দোয়া করুন। বর্তমানে পাকিস্তানের সার্বিক অবস্থার জন্য অনেক বেশি দোয়া করা প্রয়োজন। আল্লাহ্ তা'লা প্রত্যেক আহমদীকে সকল প্রকার অনিষ্ট থেকে রক্ষা করুন।

এ ছাড়া আমি একটি গায়েবানা জানাযাও পড়াব। এটি রাবোয়ার জনাব সাইয়্যেদ আব্দুল গনী শাহ্ সাহেব মরহুমেরর স্ত্রী সাইয়্যেদা আমাতুর রহমান সাহেবার জানাযা। দীর্ঘদিন রোগ ভোগের পর গত ১৫ অক্টোবর তিনি মৃত্যু বরণ করেন, إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ । তিনি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সাহাবী হযরত কুরায়শী আব্দুর রহমান সাহেবের কন্যা ছিলেন। অত্যন্ত পুণ্যবতী, নিয়মিত নামায ও সিয়াম সাধনায় ব্রতী ছিলেন। সামর্থের তুলনায় বেশি আর্থিক কুরবানীতে অংশ নিতেন, আত্মত্যাগী এবং অতিথি পরায়ণ ও কোমল স্বভাবের মহিলা ছিলেন। খুবই বিনয়ের সাথে জীবন যাপন করতেন। পাকিস্তানে যখন জলসা হত তখন প্রায় পঞ্চাশ জন অতিথি তার বাড়িতে অতিথি সেবা পেতেন। অতিথিশালার খাবার ছাড়াও কিছু না কিছু খাবার তাদের সবার জন্য তিনিও রান্না করতেন। এ ছাড়া সর্বদা চায়ের ব্যবস্থা রাখতেন। অনেক দরিদ্র মেয়ের বিয়ের সময় যখন জানতে পারতেন যে, দারিদ্রের কারণে আত্মীয়-স্বজনের কাছ থেকে তারা কোন গহনা পায় নি, তখন তিনি নিজের কোন না কোন গহনা তাদের দিয়ে দিতেন। ফলে ধীরে ধীরে তাঁর নিজের সব গহনা-গাটিও শেষ হয়ে গেছে। সন্তানদেরকে সর্বদা জামাতের খিদমতের আদেশ দিতেন আর এর ফলে আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় তার সন্তানেরা জামাতের সেবা করার সৌভাগ্য পাচ্ছেন। ১৯৫৩ সালে তিনি ওসীয়্যত ব্যবস্থাপনায় অন্তর্ভূক্ত হবার সৌভাগ্য লাভ করেন। তাঁর সন্তানদের মধ্যে দুই ছেলে ওয়াকেফে যিন্দেগী। একজন সেখানে ওয়াকফে জাদীদের মোয়াল্লেম। আরেকজন জামাতের মোবাল্লেগ— আব্দুল্লাহ্ নাদিম সাহেব প্রথমে স্পেনে ছিলেন এবং বর্তমানে চিলিতে আছেন। তিনি মায়ের জানাযায় যোগ দিতে পারেন নি। আল্লাহ্ তা'লা তাদের সবাইকে শক্তি, সাহস এবং ধৈর্য দান করুন। আর সন্তানদেরকে মায়ের পুণ্যসমূহ ধরে রাখার

সুযোগ ও সামর্থ দান করুন। এমনিভাবে তাঁর একজন পৌত্রও জামাতের মুরব্বী আর বর্তমানে নাযারাতে ইশাআত রাবওয়াতে কর্মরত আছেন। একইভাবে তাঁর জামাতা মুনির আহমদ জাভেদ সাহেব এখানে প্রাইভেট সেক্রেটারী হিসেবে কর্মরত আছেন। তাঁর বংশে চারজন ওয়াকেফে যিন্দেগী রয়েছেন। সন্তানদেরকে ঘিরে তাঁর যেসব স্বপ্ন ছিল আল্লাহ্ তা'লা তা পূর্ণ করুন। আর আল্লাহ্ তা'লা তাদের পুণ্যের ক্ষেত্রে উত্তরোত্তর উন্নতি দান করুন এবং মরহুমার মর্যাদা উন্নীত করুন। অন্য সন্তানদেরকে দৃঢ় মনোবল ও সৎসাহস দান করুন। (আমীন)

(জামেয়া আহমদীয়া বাংলাদেশ ও বাংলা ডেস্কের যৌথ প্রচেষ্টায় অনুদিত)